87 **সার্বিক গ্রাম উন্নয়নঃ কয়েকটি সফল প্রচেষ্টা**
(প্রকাশকালঃ জুন, ১৯৯৫)

ক) গবেষক পরিচিতি

১. এটিএম আলতাফ হোসেন, অতিরিক্ত পরিচালক
এম.এ (অর্থনীতি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২. মোঃ হাবিবুর রহমান, উপ-পরিচালক
এম.এ (ভূগোল), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

খ) সম্পাদকীয়

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী সরকারী সাহায্যপুষ্ট একটি পরীক্ষামূলক গবেষণাধর্মী প্রকল্প। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হ'ল গ্রামের সকল পরিবার বিশেষ করে ক্ষুদ্র কৃষক, ভূমিহীন ও দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নের পথ রচনা করা। এলক্ষ্যে বগুড়াস্থ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী কর্তৃক রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের ৪টি জেলার ৪টি থানার ৪০টি গ্রামে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। থানাগুলো হ'ল শেরপুর (বগুড়া), সাদুল্যাপুর (গাইবান্ধা), মিরপুর (কুষ্টিয়া) এবং ঝিনাইদহ সদর (ঝিনাইদহ)।

মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয় অক্টোবর ১৯৯২ এ। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাথমিক অবস্থায় বেশ প্রতিকূলতা যেমন-সংগঠনের প্রতি মানুষের আস্থার অভাব, এনজিও কার্যক্রম প্রভৃতির সম্মুখীন হতে হয়। এতদস্বত্বেও খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রানুযায়ী ৪০টি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গঠন করা সম্ভব হয়। অতঃপর সমবায় সমিতিগুলোকে গ্রামের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ, পরামর্শ ও অন্যান্য সেবা সহায়তা প্রদান করা হয়। থানা পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন সরকারী বিভাগও সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে।

সমবায় সমিতিগুলো ইতোমধ্যে উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতার ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছে। মৎস্য চাষ, মুরগী পালন, গরু-ছাগল মোটাতাজাকরণ, শাক-সবজী ও ফলমূল উৎপাদন, বৃরোপন, রিক্সা-ভ্যান ক্রয়, মজুদ ব্যবসা, কুটির শিল্প প্রভৃতি আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড গ্রহণ করে সদস্য ও সমিতি পর্যায়ে সফলতা অর্জন করেছে। তাছাড়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী যেমন পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী, গণশিক্ষা কার্যক্রম, ইপিআই ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমিতিগুলো প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে। এসমস্ত কর্মকান্ড সুষ্ঠু ও দক্ষভাবে বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তারা স্ব-স্ব গ্রামে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উন্নয়ন কর্মী হিসেবে স্বেচ্ছাশ্রমে কাজ করছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উপার্জনও করছে। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে ব্যাংকের মাধ্যমে প্রকল্পের সীড ক্যাপিটাল অথবা সমিতির নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ সহায়তা দেয়া হয়েছে। এভাবে সমবায় সমিতিগুলো প্রকল্পের লক্ষ্য অনুযায়ী এবং সদস্যগণ তথা গ্রামবাসীদের চাহিদানুসারে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ প্রয়াস সফলতা অর্জন করেছে। এ প্রতিবেদনে সমিতি পর্যায়ে গৃহীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য সফল প্রয়াসের মধ্যে কতকগুলোর চিত্র পাঠক সমক্ষে তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে। প্রতিবেদনের প্রতিটি প্রবন্ধ কেইস স্টাডি পদ্ধতিতে প্রণীত হয়েছে।